বৃহস্পতিবার, ২০ অগ্রহায়ণ, ১৪২৪
বর্ষ : ১২, সংখ্যা : ৩৪৬

অযোধ্যার বাবরি মসজিদ কাণ্ডের দ্রুত সুষ্ঠু সমাধান হোক

১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর উত্তর প্রদেশের ফৈজাবাদ জেলার অযোধ্যায় করসেবকদের হাতে বাবরি মসজিদ ধূলিসাতের যে দুভার্গ্যজনক ঘটনা ঘটেছিল তার পুনরাবৃত্তি যেন কখনও না হয়। এই ঘটনার ২৫ বছর পূর্তি হল নানাভাবে দেশের সর্বত্র। পশ্চিমবঙ্গে শাসক তৃণমূল কংগ্রেস দিনটিকে পালন করেছে সংহতি দিবস হিসাবে। বামেরা দিনটিকে স্মরণ করে কালা দিবস রূপে। এছাড়া অসংখ্য দল ও সংগঠনও নিজ নিজ কর্মসূচি অনুসারে দিনটিকে পালন করেছে। এখন এই কাণ্ডের দ্রুত সুষ্ঠু সমাধানই দেশবাসীর কাছে কাঙ্খিত। ইতিমধ্যেই অযোধ্যার রাম মন্দির এবং বাবরি মসজিদ কাণ্ড নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠন আবেদন জানিয়েছে। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে রাম জন্মভূমি-বাবরি মসজিদ মামলায় শুনানির প্রাথমিক প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে এই মামলার শুনানি শুরু হবে। শুনানি হবে প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্র, বিচারপতি অশোক ভূষণ ও বিচারপতি আব্দুল নাজিরের বিশেষ সাংবিধানিক বেঞ্চে। প্রসঙ্গত, ২০১০ সালে এই মামলা নিয়ে এলাহাবাদ হাইকোর্ট একটি রায় দিয়েছিল। কিন্তু তার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে ১৩টি আবেদন জমা পড়েছে। এইসব আবেদনের শুনানি হবে শীর্ষ আদালতে।

হাইকোর্ট বলেছিল, অযোধ্যার বিতর্কিত ২.৭৭ একর জমি তিন ভাগ করে তুলে দিতে হবে রামলালা ও নির্মোহী আখড়ার হাতে, একভাগ সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডকে। তবে বিতর্কিত জমি নিয়ে শিয়া-সুন্নিদের মধ্যেও বিরোধ রয়েছে। এখন প্রধান বিচারপতিকে নিয়ে গঠিত বিশেষ সাংবিধানিক বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হবে। সারা দেশের মানুষ এরই প্রতীক্ষায়।

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

খাওয়া) কোরো– যারা ভক্ত হয়, প্রসাদ না হলে খেতে পারে না।";

মণি–আজ্ঞে, আমি কাল অবধি বলরাম বাবুর বাড়ী থেকে জগন্নাথের আটকে এনেছি–তাই রোজ একটি দুটি খাই।

মণি ভূমিষ্ঠ হইয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিতেছেন ও বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। ঠাকুর সস্নেহে বলিতেছেন, তবে তুমি সকাল সকাল এসো–আবার ভাদ্র মাসের রৌদ্র–বড় খারাপ।

অসুখের সূত্রপাত–ভগবান্ ডাক্তার–নিতাই ডাক্তার

শ্রীরামকৃষ্ণ–সেদিন আবার গায়ে ঘাম দিয়ে ঘুম ভেঙ্গে গিছলো। এ অসুখটা কি হ'ল!

মাষ্টার–আজ্ঞে, আমরা একবার ভগবান রুদ্রকে দেখাব, ঠিক করেছি। এম-ডি পাশ করা। খুব ভাল ডাক্তার।

শ্রীরামকৃষ্ণ–কত নেবে?

মাষ্টার–অন্য জায়গা হ'লে কুড়ি পঁচিশ টাকা নিতো।

শ্রীরামকৃষ্ণ–তবে থাক্।

মাষ্টার–আজ্ঞা, আমরা হদ্দ চার পাঁচ টাকা দেবো।

শ্রীরামকৃষ্ণ–আচ্ছা এই রকম করে যদি একবার বলো, 'দয়া করে তাঁকে দেখবেন চলুন'। এখানকার কথা কিছু শুনে নাই?

মাষ্টার–বোধ হয় শুনেছে।

পাঁচিলের মধ্যে গোল ফাঁক।

শ্রীরামকৃষ্ণ–কি বল দেখি?

মণি–প্রাচীরের ভিতর একটি গোল ফাঁক–সেই ফাঁকের ভিতর দিয়ে প্রাচীরের ওধারের মাঠ খানিকটা দেখা যাচ্ছে। সেইজন্য আপনার ভিতর দিয়ে সেই অনন্ত ঈশ্বর খানিকটা দেখা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ–হাঁ, দুই তিন ক্রোশ একেবারে দেখা যাচ্ছে!

মণি চাঁদনীর ঘাটে গঙ্গাস্নান করিয়া আবার ঠাকুরের কাছে ঘরে উপনীত হইলেন। বেলা আটটা হইয়াছে।

মণি লাটুর কাছে আট্‌কে চাইছেন–শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের আট্‌কে।

শ্রীরামকৃষ্ণ কাছে আসিয়া মণিকে বলিতেছেন, ''তুমি ওটা (প্রসাদ

দিনপঞ্জিকা

২০ অগ্রহায়ণ, ভাং ১৬ অগ্রহায়ণ,**৭ ডিসেম্বর**, ২০ অঘোন, সংবৎ ৪পৌষ বদি,১৭ রবি আউঃ। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৯, সূর্য্যাস্ত ঘ ৪।৪৯। **বৃহস্পতিবার**, চতুর্থী দিবা ঘ ১২।৫৪মিঃ। পুষ্যানক্ষত্র রাত্রি ঘ ২।৩মিঃ। ব্রহ্মাযোগ রাত্রি ঘ ৬।৩১ মিঃ। বালবকরণ, দিবা ঘ ১২।৫৪ গতে কৌলবকরণ, রাত্রি ঘ ১১।৫১ গতে তৈতিলকরণ। **জন্মে**–কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা, রাত্রি ঘ ২।৩ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। **মৃতে**–দোষ নাই, **কালবেলাদি** ঘ ৯।৯ গতে ৪।৪৯ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ১১।২৯ গতে ১।৯ মধ্যে। **যাত্রা**–নাই। **শুভকর্ম্ম**–দিবা ঘ ১২।৫৪ গতে ২।৯ মধ্যে দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কমপিউটারনির্ম্মাণ ও চালন, রাত্রি ঘ ২।৩ মধ্যে গর্ভাধান। **বিবিধ**–চতুর্থীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন এবং পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। **মৃ: পর্ব্ব–ঈদ–এ–মৌলাদ। হাওড়া পণ্ডিত সমাজের সভাপতি ও রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রবর মুরারিমোহন বেদান্তাদ্বিতীর্থ শাস্ত্রীর তিরোধান তিথি। অমৃতযোগ**–দিবা ঘ ৭।৪৩ মধ্যে ও ১।২১ গতে ২।৪৫ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৫।৪৭ গতে ৯।২১ মধ্যে ও ১২।২ গতে ৩।৩৭ মধ্যে ও ৪।৩১ গতে ৬।১০ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

২০ অগ্রহায়ণ, ভাং ১৬ অগ্রহায়ণ ,৭ ডিসেম্বর, ২০ অঘোন, ১৭ রবিঃ আউঃ। উঃ ঘ ৬। ৯, অঃ ঘ ৪।৪৯ বৃহস্পতিবার, চতুর্থী দিং ঘঃ ১২।৫৪। ২০ অগ্রঃ হাফেজ মওলানা সৈয়দ ফতেহ আলী ওয়ায়সী (রঃ)-এর ইসালে সওয়াব, ৪ মুন্সিপাড়া লেন, কলকাতা-৬, মানিকতলা।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে,সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

স্মার্টসিটিতে গরিবের মাথা গোঁজার ঠাঁই

উষা পি. রঘুপতি ঃ
শেষ পর্ব

৩) ধরমশালায় স্মার্টসিটি প্রকল্পে যে ৩৫০০টি বাড়ি নির্মাণ করা হবে তার মধ্যে ১২৫০টি বরাদ্দ থাকবে বস্তিবাসী এবং গৃহহীনদের জন্য। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার সঙ্গে যুক্ত করে এই পরিকল্পনাটির রূপায়ণের কাজ করা হবে। এইসব উদাহরণ থেকে বোঝা যাচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা এবং অন্যান্য স্থানীয় স্তরের বস্তি উন্নয়ন ও পুনর্বাসন প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত করে স্মার্ট সিটি প্রকল্পে বাসস্থানের ব্যবস্থাপত্র করে দেওয়া হবে।

স্মার্ট সিটি প্রকল্প বর্তমানের চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যতের প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে শহরগুলিকে পুনর্গঠনের সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। বাসসংস্থানের বিষয়টিকে জড়িয়ে নিয়ে সুসংহত এলাকা উন্নয়নের এই পরিকল্পনা উদ্ভত দল সরবরাহ, নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়ন-সহ সুস্থায়ী উন্নয়নের সুযোগ করে দিচ্ছে। আশা করা হচ্ছে, স্মার্ট সিটির সুযোগ গরিবদের কাছেও গিয়ে পৌঁছাবে। অবশ্য লক্ষ্যগুলিতে পৌঁছানোর আগে অনেক চ্যালেঞ্জের মোকাবিলার ব্যাপার আছে। বস্তি উন্নয়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো পন্থা হচ্ছে বস্তি যেখানে ছিল সেখানেই নতুন করে তাদের পুনর্বাসনের বন্দোবস্ত করা। কিন্তু, সেই বিকল্পটির কথা যেমন বিশেষ ভাবা হয়নি, তেমনই সর্বত্র এটির প্রয়োগও সম্ভব নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যেটা হয়েছে, বস্তিবাসীদের উচ্ছেদ করে তাদের দূরে কোথাও পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। এই কৌশল যদিও মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়, তবুও যে এমন করা হয়েছে তার কারণ, শহরের মধ্যে যে বহুমূল্য জমিগুলি তারা দখল করেছিল, সেগুলি ফাঁকা করে সেখান থেকে যত বেশি সম্ভব আয়ের বন্দোবস্ত করা। সর্বাঙ্গক পরিকল্পনার অর্থ হচ্ছে কোনও একটি জায়গার যখন পুনরুন্নয়নের ব্যবস্থা করা হচ্ছে তখন সবশ্রেণির আয়ের মানুষদেরই সেইস্থানে জায়গা করে দেওয়া। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই কৌশলটি গ্রহণ করতে দেখা যায় না।

আরেকটি চ্যালেঞ্জ হল যে বাড়িগুলি তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণেও সুস্থায়িত্ব। এর জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত প্রযুক্তি কৌশল ও উপযুক্ত নির্মাণ সামগ্রীর ব্যবহার। গরিবদের জন্য বাড়ি তৈরি করে দেওয়াটা যেন কেবল লক্ষ্য পূরণের তাগিদ না হয়ে দাঁড়ায় সেটা দেখতে হবে। দেখতে হবে, এর ফলে যেন গরিবদের জীবনযাত্রার মানের সত্যিকারের উন্নতি ঘটে। আর সেটা করতে গেলে দরকার উন্নতমানের এবং সহজে রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য সামগ্রী দিয়ে বাড়িগুলি বানানো অর্থাৎ স্মার্ট সিটিতে গরিবদের বাড়ি বানানোর সময় যেমন বাড়িগুলির নির্মাণ নকশা গরিবদের ব্যবহারের উপযোগী হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে তেমনই লক্ষ্য রাখতে হবে কম খরচে মজবুত নির্মাণের দিকেও।

স্মার্টসিটির ক্ষেত্রে আরও একটি চ্যালেঞ্জ, শহর নির্মাণ প্রক্রিয়ায় সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণ। বস্তিবাসীদের পুনর্বাসনের নকশা তৈরি থেকে রূপায়ণ পর্ব পর্যন্ত সর্বস্তরে মানুষের অংশগ্রহণ। বস্তিবাসীদের পুনর্বাসনের নকশা তৈরি থেকে রূপায়ণ পর্ব পর্যন্ত সর্বস্তরে বস্তিবাসীদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা দরকার। বেসরকারিক্ষেত্রকেও এই ধরণের অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায়

বলা হচ্ছে, 'স্পেশ্যাল পারপাস ভেহিকেল'-এর মাধ্যমে স্মার্ট সিটি মিশনকে রূপায়ণ করতে যাওয়া দারিদ্রবিরোধী পদক্ষেপ হয়ে যাবে। কারণ, বেসরকারি ক্ষেত্র কখন ওই গরিবদের বাড়ি তৈরির ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহিত হবে না। তারা যে মডেলটি অনুসরণ করতে চাইবে তাহল প্রথমে উচ্ছেদ, পরে পুনর্বসিন। 'সবার জন্য আবাসন' প্রকল্পটিকে যখন স্মার্টসিটি প্রকল্পের সঙ্গে একত্রে রূপায়ণ করতে যাওয়া হবে তখন এই ব্যবস্থা কতটা কার্যকরী হবে তা একমাত্র সময়ই বলতে পারবে।

বাসসংস্থানের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে ভাড়ার বাড়ির। মালিকানা ভিত্তিক বাড়ি বানিয়ে দিয়ে বস্তি সমস্যার সমাধান করা যাবে না। গরিব এবং অন্যান্য শ্রেণির আয়ের মানুষদের জন্যও শহরগুলিতে ভাড়ার বাড়ির দরকার; কারণ, তাদের অনেকেই কাজের সূত্রে শহরে আসেন, নতুন বস্তি গাজিয়ে ওঠা রুখতে 'সাধ্যের মধ্যে ভাড়ার বাড়ির বন্দোবস্ত করাটাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। নিম্ন আয়ের মানুষজনদের জন্য বাড়িঘরের বন্দোবস্ত করার ক্ষেত্রে অর্থের সংস্থান করাটা একটা বড়ো চ্যালেঞ্জ। সরকার সুদের উপর ভরতুকি দিচ্ছে সেটা ভালো কথা, কিন্তু তার আগে তো দেখতে হবে এই ভরতুকির সুবিধার পূর্ণ সদব্যবহার করার জন্য তারা যেন ঋণ নেবার সুযোগগুলো ঠিকঠাক পায়। আবাসন প্রকল্পগুলি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রায়শই শেষ করতে দেরি করা হয়। জমি অধিগ্রহণ থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন ধরণের অনুমোদন বের করে আনাটা বেশ সময়সাপেক্ষ কাজ। এর ফলে যে শুধু খরচ বেড়ে যায়, তাই-ই নয়, প্রকল্পটির সম্ভাব্যতা নিয়েও প্রশ্ন উঠে যায়। যখন বস্তি পুনর্গঠনের কথা ওঠে, তখন কিছুদিনের জন্য বস্তিবাসীদের অন্তর্বর্তীকালীন বাসস্থানের বন্দোবস্ত করা হয়। স্মার্ট সিটিতে এই অন্তর্বর্তীকালীন বন্দোবস্তটুকু করতে হয় স্মার্টভঙ্গিতে।

সুযোগসমূহ

সকলের জন্য আবাস আর স্মার্ট সিটি, এই দুই প্রকল্প একত্রে শহরগুলির সামনে গরিবদের জন্য উদ্ভাবনী বাসস্থানের সংস্থান করে দেবার বিপুল সুযোগ এনেছে। নতুন বাড়িগুলিকে শক্তি সাশ্রয়ী করে গড়ে তোলা যেতে পারে। শক্তি সাশ্রয়ী মানে এমনভাবে বাড়িগুলিকে গড়ে তোলা যাতে ভালোরকম আলো-হাওয়া ঢোকার রাস্তা থাকে, বিদ্যুতের প্রয়োজন হয় কম। সেই সঙ্গে ছাদ ঠান্ডা রাখার কোনও একটা ব্যবস্থাও করা যায়, যাতে করে গ্রীষ্মকালে তাপের প্রকোপটাও কমে। আবহাওয়ার বদল উত্তাপ বাড়াচ্ছে, তারফল তো সবচেয়ে বেশি ভোগ করতে হবে গরিবদেরই। গরিবদের জন্য বাড়িগুলিকে তাই সুস্থায়ী ও পরিবেশ-বান্ধব হিসাবে গড়ে তোলা যেতে পারে।

যখন বাড়ি বানানো হবে উল্লম্ব, মানে তৈরি করা হবে বহুতল, দেওয়ালের ইট, জানালা, দরজা সব তৈরি করা যেতে পারে উদ্ভাবনী সব সামগ্রী দিয়ে, যেমন পুনর্ব্যবহৃত ধাতু, প্লাস্টিক বা পার্টিকল বোর্ড দিয়ে। তাছাড়া স্থানীয় সরঞ্জাম ব্যবহার করে খরচ কমানো যেতে পারে। উদ্ভাবনী উপাদানের একটি উদাহরণ হতে পারে গ্লাস ফাইবার রিইনকোর্সড জিপসাম প্যানেল। এমন প্যানেল ব্যবহার করা হয়েছে মাদ্রাজ আইআইটি-তে। একটি বাড়ির নকশার দু'টি অংশ–একটি স্টীলকারাল ফ্রেম, অন্যটি দেওয়াল, জানলা, দরজা ইত্যাদি। উল্লম্ব বাসস্থানের ক্ষেত্রে কাঠামোটি হবে আরসিসি বা পিএসসি ধরণের। আর জানালা-দরজাগুলি রিসাইকেলড মেটেরিয়াল, যেমন প্লাস্টিক বা বোর্ড দিয়ে হতে পারে। গরিবদের বাড়িগুলির নকশা তৈরি করার সময় পর্যাপ্ত আলো ও হাওয়ার বন্দোবস্ত করার পাশাপাশি এমন জায়গা রাখা দরকার যাতে তারা তাদের জীবিকার্জনের জন্য বিবিধ কাজ কারবার সেখানে করতে পারে। এর একটি উদাহরণ হতে পারে কস্টফোর্ড/লরি বেকার সেন্টার ফর হ্যাবিট্যাট স্টাডিজ)-এর নকশা করা তিরুবনন্তপুরমের করিমাদম কলোনি।

স্মার্ট সিটিগুলির উচিত গরিবদের জন বাড়ি তৈরিতে উদ্ভাবনী ভাবনার ব্যবহার করা। গরিবদের জীবিকা উপার্জনকে নিশ্চিত করা এবং তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি করা। তবে তা তখনই সম্ভব, যখন তাদের জন্য বাড়ি তৈরি করার বিষয়টি কেবলমাত্র লক্ষ্যপূরণ কার্যসূচি হয়ে উঠবে না।

যতক্ষণ না আমরা স্মার্ট সিটির শেষ লোকটিকে পর্যন্ত উন্নতরূপ মানের জীবনযাত্রা উপহার দিতে পারব ততক্ষণ স্মার্ট সিটি একটি অভিজাত ধারণা হয়েই থেকে যাবে, যে ধারণা কেবল 'আরও ভালো'র কথা বলে, অন্য কিছু নয়।

শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক প্রতিভা ঃ অন্বেষণ ও বিকশিতকরণ প্রকল্প

আশিসবরণ সামন্ত

একটি শিশু কোনো না কোনো একটি বিশেষত্ব নিয়ে জন্মায় বা তাকে অন্যদের থেকে পৃথক করে রাখে। এদের এই সুপ্ত প্রতিভা সহজেই এবং ব্যাপক হারে খুঁজে বের করার নির্ভরযোগ্য উদ্যোগ বা প্রকল্প বিদ্যালয়গুলিতে সচরাচর গ্রহণ করা হয় না। এর পিছনে নানা কারণ থাকতেই পারে। তবে, একটি সার্থক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এবং একগুচ্ছ উপযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা যে প্রতিষ্ঠানে আছেন সেখানে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা যাবে না এমনটা হতে পারে না। 'শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক প্রতিভা অন্বেষণ ও বিকশিতকরণ প্রকল্প' প্রতি বিদ্যালয়েই গ্রহণ করা যেতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন প্রত্যেকের উদ্যোগ, উদ্যম ও মানসিকতা। (একটি মাধ্যমিক পর্যায়ের বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে প্রতিবছর যে সমস্ত শিক্ষার্থী পঞ্চম শ্রেণিতে নতুন ভর্তি হচ্ছে তাদেরই সুপ্ত প্রতিভা সবার আগে খুঁজে বের করা যুক্তিসঙ্গত ও প্রয়োজনও।)

এখন কীভাবে তা সম্ভব দেখা যাক। এই প্রকল্পে শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভা ছাড়াও আরও কতকগুলি বিষয়ে গুরুত্ব দিতে পারা যায়। সম্ভব হলে প্রতি শ্রেণিতেও করা যায়। এক বছর প্রতিভা অন্বেষণ করে নিয়ে পরের বছর থেকে কেবলমাত্র পঞ্চম শ্রেণির প্রতিভা অন্বেষণ করলে কেউ বাদ থাকবে না, সকলকেই এই প্রকল্পের আওতায় আনা যাবে। পাশাপাশি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় থাকলে উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে নবম শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তি হয়। এক্ষেত্রেও নবম শ্রেণিতে প্রতিভা অন্বেষণ করা বিশেষ প্রয়োজন। যে শ্রেণিতেই করা হোক না কেন বেশকিছু বিষয়ে খুঁজে বের করে একটি স্থায়ী রেজিস্টার করা যেতে পারে। তাতে এই বিষয়গুলি পরপর বাঁ দিক থেকে ডানদিকে লেখা থাকবে।

শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতি ক প্রতিভা অন্বেষণ ও বিকশিতকরণ প্রকল্প

শ্রেণি, বিদ্যালয়ের নাম, বিভাগ, ডাকঘর, জেলা,অন্বেষণের তারিখ। এর সঙ্গে বিষয় থাকবে। ১। ক্রমিক

সংখ্যা ২। নাম ৩। বাধ্যতামূলক বিষয় –(ক) ইউনিফর্ম, (খ)পাঠ্যপুস্তকের যত্ন (পঞ্চম শ্রেণির জন্য),

৪। যোগ্যতামান বিষয়ক বিষয়–(১) সাধারণ–(ক)আবৃত্তি (খ) গান (গ) নাচ (ঘ) অভিনয় (ঙ) রচনা পাঠ (চ) বক্তব্য (ছ) বরবোলা (জ) ছবি আঁকা (ঝ) সুন্দর করে লেখা

(২) বাদ্যযন্ত্র বাদন–(ক) তবলা (খ) গিটার (গ) বাঁশি (ঘ) বেহালা (ঙ) অন্যান্য

(৩) যে কিছুই পারে না

(৪) অন্যান্য।

বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন শুরু হয়ে যাওয়ার পর দীর্ঘ ব্যবধানের একটি দিন স্থির করে বেশ কিছু আগেই এরূপ একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে জানিয়ে দিয়ে ওই দিন প্রত্যেককে উপস্থিত থাকার বিষয় বলে দিতে হবে। ওই দিন যেন প্রত্যেকেই তাদের বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট ইউনিফর্ম পরে আসে এবং পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা তাদের সমস্ত সরকারি পাঠ্যপুস্তক অবশ্যই আনে তাও জানিয়ে দিতে হবে। যেদিন যে শ্রেণির হবে সেদিন সেই শ্রেণির শিক্ষার্থীদের প্রথম পিরিয়ডের পর পঠন-পাঠন বন্ধ রেখে শ্রেণিকক্ষে বা কোনো হলঘর থাকলে সেখানেই এরূপ অনুষ্ঠান করা যেতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে, অন্যান্য যে শ্রেণিগুলির পঠন-পাঠন চলছে তাদের যেন কোনো অসুবিধে না হয়। যেদিন অনুষ্ঠান হবে সেদিন কর্মশিক্ষার শিক্ষক বা সাংস্কৃতিক বিষয়ে দক্ষ বা আগ্রহী এক বা একাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকা উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন এবং কার কোন বিষয়ে দক্ষতা আছে তা নিরূপণ করবেন। ক্রমিক সংখ্যা অনুসারে শিক্ষার্থীদের ডেকে তাদের পাঠ্যপুস্তক গুলি দেখবেন, ইউনিফর্ম দেখবেন এবং যার যে বিষয়ে দক্ষতা আছে জানার জন্য রেজিষ্টারে লেখা বিষয়গুলি পরপর বলে যাবেন এবং শিক্ষার্থীরা তাদের যে বিষয়ে সামান্যতম দক্ষতা আছে তা দেখাবে। ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকারা সামান্য দক্ষতা আছে দেখলেই সেই শিক্ষার্থীর ঘরের পাশাপাশি ডানদিকে বিষয়গুলির তলায় (সঠিক) টিক চিহ্ন বসাবেন। বাকি ঘরগুলিতে (ভুল) ক্রশ চিহ্ন দেবেন। যদি এমন কেউ থাকে যে ওই বিষয়গুলির কোনোটিতেই তার দক্ষতা নেই তাহলে 'যে কিছুই পারে না' বলে যে ঘরটি আছে সেই ঘরটিতে তার নামের পাশে (সঠিক) টিক চিহ্ন বসাবে।

এই অনুসন্ধান কাজে দীর্ঘ সময় লাগবে এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। যে আবৃত্তি করবে সে কবিতার একটি স্তবক বললেই বুঝতে পারা যাবে যে তার ওই বিষয়ে দক্ষতা আছে। তখন তাকে থামিয়ে দিয়ে অন্য বিষয়ে দক্ষতা থাকলে তা উপস্থাপন করতে বলা হবে। এইভাবে গান, নাচ, অভিনয়, বক্তব্য সব কিছুরই আংশিক উপস্থাপন করিয়ে পরিমাপ করা যাবে। অবশ্য হাতে সময় থাকলে সম্পূর্ণ দেখা যেতে পারে।

অনুসন্ধান প্রক্রিয়া শেষ হলে পরবর্তী সময়ে যে বিষয়গুলির ওপর প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোতেই দেওয়া যাবে সেই বিষয়গুলিতে সেইভাবেই শিক্ষার্থীদের আরও দক্ষ করে তোলার চেষ্টা করা যেতে পারে। যে বিষয়গুলি সম্ভব হবে না অথচ, শিক্ষার্থীর সেই বিষয়ে ভালো দক্ষতা আছে সেই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেবার জন্য অভিভাবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। এর জন্য শ্রেণিভিত্তিক অভিভাবক সভা ডাকার যে সরকারি নির্দেশ আছে তা অনুসরণ করে লেখাপড়ার বিষয়টি যেমন তুলে ধরা যাবে, তেমনি এই সহপাঠক্রমিক বিষয়ে দক্ষতার কথা তুলে ধরে সেই সেই বিষয়ে তাঁদের ছেলেমেয়েদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার অনুরোধ জানাতে হবে।

এই কাজটির জন্য হয়তো বা স্বাভাবিক কাজকর্মের বাইরে কিছু পরিশ্রম করতে হবে। তাই, এ বিষয়ে প্রয়োজন প্রত্যেকের সহযোগিতা এবং সর্বোপরি উদ্যোগ। আন্তরিকভাবে বিষয়টি গ্রহণ করে প্রত্যেকে এগিয়ে এলে একটি ইতিবাচক দিক অবশ্যই খুঁজে পাওয়া যাবে। এর জন্য সবার আগে আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে যে ছেলেমানুষটি লুকিয়ে আছে তাকে খুঁজে বের করে আনতে হবে এবং তখনই দেখা যাবে, আমরা সফল এবং আমাদের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ সার্থক।

সম্পাদক সমীপেষু

হিমালয়ের রানি কাঞ্চনজঙ্ঘা

'মেরে স্বপনো কি রানি কব আয়েগী তু' এই গানটার দৃশ্যায়নটা তুলতেই শক্তি সামন্ত সুদূর বোম্বাই থেকে দার্জিলিং চলে এসেছিলেন। আর বাতাসিয়া লুপের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলটাকে বেছে নিয়েছিলেন। একটি জিপে বসে নায়ক রাজেশ খান্না এই গানে লিপ মিলিয়েছিলেন এবং গাড়িটা সুজিত কুমার চালাচ্ছিলেন। যদিও ট্রয়ট্রেনের মধ্যে বসে থাকা শর্মিলা ঠাকুরকে দেখা গিয়েছিল যে দৃশ্যে, সেই দৃশ্যটা অন্য জায়গায় তোলা হয়েছিল। এখানে গীতিকার 'মেরে স্বপনো কি রানি' বলতে আসলে বলতে চেয়েছিলেন দার্জিলিংটাকে। কারণ, দার্জিলিং-এ এসে যখন টাইগারহিল থেকে সূর্যোদয় হয় তখন কাঞ্চনজঙ্ঘার তিনটে রূপ দেখা যায়। প্রথমটায় লাল হয়ে ওঠে, দ্বিতীয়টা আকাশী রঙে ঢেকে যায়, আর সবশেষে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে মনে হয় পেঁজা তুলোর রঙে যেন ভাসিয়ে দিয়েছে। ঠিক এই কারণেই দার্জিলিংকে ও কাঞ্চনজঙ্ঘাকে বলা হয় হিমালয়ের রানি। প্রতিটি মানুষের একটি আশা থাকে। যদি অর্থ জোগাড় করতে পারি, তবে একবার হিমালয়ার রানি যেখানে রয়েছে, সেই দার্জিলিং-এ গিয়ে মনের বাসনাটাকে পূর্ণ করে আসবো। এমন একটা জায়গায় এলে মনটা আনন্দেতে ভরে যায়। জিলিপির প্যাঁচের মত ওই রাস্তা দিয়ে যখন গাড়িগুলি যায়, তার যে সুন্দর রূপটা দেখতে পাই, সেটাও মনটাকে খুব উৎফুল্ল করে। যেমন–আমাদের সবার কাছে একটা খুবই ভালো সময় আসে অর্থাৎ দুর্গাপুজো, এই দুর্গাপুজো দার্জিলিং-এও হয়। মায়ের আগমনে প্রতিটি সন্তানই আনন্দ করবে। আমাদের দেবী উমা এই বার্তা নিয়েই তো মর্তে আগমন করেন। আজ যদি আমরা প্রত্যেকেই একনিষ্ঠভাবে এগিয়ে আসতে পারতাম তাহলে এইভাবে দার্জিলিং-এর অবস্থাটা ভয়ঙ্কর রূপে পরিণত হতো না। বাংলার মানুষের কাছে দার্জিলিং এই বার্তা বারবার তুলে ধরছে। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বারবার এই সমস্যার সমাধান করার জন্য দার্জিলিং যাচ্ছেন। বাংলার বাকি রাজনৈতিক দলগুলির কাছে আবেদন জানাচ্ছেন। আসুন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই আন্তরিকতাটাকে নিজেদের আন্তরিকতা মনে করে বাংলার সম্পদ দার্জিলিংকে তার স্বমহিমা ফিরিয়ে দিই। ঐক্যবদ্ধ হয়ে এগিয়ে এলে বাংলার মানটা বাংলাতেই থেকে যাবে। বিশ্বের দরবারে হিমালয়ের রানি কাঞ্চনজঙ্ঘা তার রূপটাকে আরও বেশি করে উজ্জ্বলময় করে তুলতে পারবে। দার্জিলিং আমার গর্ব, আপনার গর্ব, আমাদের প্রত্যেকের গর্ব। আমরাও বলতে পারবো, 'মেরে স্বপনো কি রানি কব আয়েগি তু'।

-প্রবীর মিত্র
হাওড়া ৪

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়। .....সম্পাদকীয় দপ্তর।

লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১-২৫৭২২২

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য 'আর্থিক লিপি' কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক